গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ক ২৭.১২.২০১৭ খ্রি. তারিখের ৮ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ কায়কোবাদ হোসেন সচিব
সভার তারিখ	২৭.১২.২০১৭ খ্রি.
সভার সময়	দুপুর ১২.০০ মিঃ
স্থান	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে সন্নিবেশ করা হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভার কার্যপত্র অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য উপস্থাপনের জন্য যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) কে আহবান জানান। যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) গত ২৯.১১.২০১৭ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম সভার অগ্রগতির সাথে খাদ্য অধিদপ্তর, এফপিএমইউ এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অগ্রগতির তথ্য উপস্থাপন করেন। প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনা ভিত্তিক অগ্রগতির তথ্য নিম্নরুপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিসমূহ (৭টি) বাস্তবায়নাধীন। প্রতিশ্রুতিসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

১।	বন্যাপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত খাদ্য গুদামগুলোতে যাতে বন্যার পানি প্রবেশ করতে না পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	বন্যাপ্রবণ এলাকায় অবস্হিত খাদ্য গুদামসমূহ উচুঁকরণসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে। নবনির্মিত এবং নির্মাণাধীন গুদাম ও সাইলো নির্মাণের ক্ষেত্রে বন্যার পানি প্রবেশে তথা বিপদজনক লেভেল এর উপরের উচ্চতায় ফ্লোর নির্মাণ করা হচ্ছে। এ বছরের বন্যায় দেশের কোথাও সরকারি কোন খাদ্য গুদামে পানি প্রবেশ করেনি। এছাড়া, বন্যা উপদ্রুত এলাকায় অবস্হিত সরকারি খাদ্য গুদামসমূহের উপর বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। **পর্যবেক্ষণঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত এবং চলমান	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
২।	খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে উত্তরাঞ্চলসহ সারাদেশে আগামী ৩-৫ বছরের মধ্যে অন্তত ৫ লাখ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন খাদ্য গুদাম নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য আধুনিক রাইস সাইলো নির্মাণের ব্যবস্থা থাকবে।	(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির আলোকে এ যাবৎ উত্তরাঞ্চলে ১ লাখ ৮৭ হাজার মেট্রিক টনসহ সারাদেশে ৪.১৪ লাখ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। **পর্যবেক্ষণঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত	-
		(২) নির্মিত এ সকল গুদামের মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য বগুড়া জেলার সান্তাহারে ২৫ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার Multistoried Warehouse এবং বাগেরহাট জেলার মোংলায় ৫০ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার Concrete Grain সাইলো নির্মিত হয়েছে। এ ২টি স্থাপনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। **পর্যবেক্ষণঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত	-
		(৩) সারাদেশে ১.০৫ লাখ মেট্রিক টন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্পের অধীনে ৫৪টি জেলার ১৩১টি উপজেলায় ১৬২টি নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের শুরু থেকে নভেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত **কাজের অগ্রগতি ৪৩%।** **পর্যবেক্ষণঃ** গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন চলমান আছে	গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন চলমান রাখতে হবে	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর

		(৪) দীর্ঘ মেয়াদে ও আধুনিক পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দেশের কৌশলগত ৮টি স্থানে ৫.৩৫ লাখ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ৬টি চালের এবং ২টি গমের মোট ৮টি আধুনিক সাইলো নির্মাণ করা হচ্ছে। **এ সকল নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৩৮%।** **পর্যবেক্ষণঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নাধীন	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
৩।	নেত্রকোণা সদর, মদন, কেন্দুয়া, কলমাকান্দা ও পূর্বধলা উপজেলায় খাদ্য গুদাম নির্মাণ	"Construction of 1.35 Lakh M.T Capacity New Food Godowns" শীর্ষক প্রকল্পের অধীন নেত্রকোণা জেলার পাঁচটি উপজেলায় খাদ্য গুদাম নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। পর্যবেক্ষণঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত	-
৪।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগরে ১০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার খাদ্য গুদাম নির্মাণ।	Construction of 1.35 Lakh M.T Capacity New Food Godowns" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে নাসিরনগরে ১,০০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন খাদ্য গুদাম নির্মাণ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। **পর্যবেক্ষণঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে	

<table>
<tr>
<td>৫।</td>
<td>বৃহত্তর রংপুর জেলাসমূহে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ রাখার বিষয়ে যথেষ্ট নজর দিতে হবে।</td>
<td>রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী ও গাইবান্ধা জেলাসমূহের জেলা-ওয়ারী খাদ্য (চাল ও গম একত্রে) মোট মজুদ (২৪.১২.২০১৭ তারিখে) নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>জেলার নাম</th><th>মোট মজুদ মেঃ টন</th></tr>
<tr><td>রংপুর</td><td>৭০৬৩</td></tr>
<tr><td>কুড়িগ্রাম</td><td>৫৮৮১</td></tr>
<tr><td>লালমনিরহাট</td><td>৬১৫৪</td></tr>
<tr><td>নীলফামারী</td><td>৬৭৬০</td></tr>
<tr><td>গাইবান্ধা</td><td>১৫০৭৩</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪০,৯৩১</td></tr>
</table>
বৃহত্তর রংপুর জেলায় সরকারি খাদ্যশস্যের মজুদ সন্তোষজনক।
পর্যবেক্ষণঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত ও চলমান আছে।</td>
<td>বৃহত্তর রংপুরের জেলাসমূহে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুদ রাখতে হবে</td>
<td>মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর</td>
</tr>
<tr>
<td>৬।</td>
<td>মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ সংস্থাসমূহে শূন্য পদ পূরণের উদ্যোগ</td>
<td>খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের শূন্য পদ পূরণের তথ্য নিম্নরূপঃ
খাদ্য মন্ত্রণালয়ঃ
(১) ১ম শ্রেণির ১৯টি;
(২) ২য় শ্রেণির ১৭টি;
(৩) ৩য় শ্রেণির ২১টি ;
(৪) ৪র্থ শ্রেণির ১৪টি পদ ;
মোট ৭১টি পদ শূন্য।

৩য় ৪র্থ শ্রেণির ২৮টি শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে। ৩৩,৮২৪টি আবেদনপত্র পাওয়া গেছে। ৩৩,৮২৪ জন প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে আইবিএ এর সাথে পত্র যোগাযোগ চলছে।

পর্যবেক্ষণঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত</td>
<td>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত ও চলমান</td>
<td>যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১)</td>
</tr>
</table>

		খাদ্য অধিদপ্তরঃ **(১) ১ম শ্রেণি ক্যাডার ও নন-ক্যাডার-২০৪টি;** **(৩) ২য় শ্রেণি-৭৯১টি;** **(২) ৩য় শ্রেণির ২৭১৫টি;** **(৩) ৪র্থ শ্রেণির ৯১১টি;** **মোট সর্বমোট ৪৬৩৫টি পদ** পর্যবেক্ষণঃ নিয়োগবিধি প্রক্রিয়াধীন। নিয়োগবিধি চূড়ান্ত হলে শূন্য পদ পূরণ করা হবে।	নিয়োগবিধি চূড়ান্ত হলে শূন্য পদ দ্রুত পূরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
		বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষঃ নবগঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, ৪ (চার) জন সদস্য, ১ (এক) জন সচিব এবং ৫ (পাঁচ) জন পরিচালক পদসহ মোট ১১টি পদ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পূরণ করা হয়েছে। দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে **BFSA** এর ৩৭১ জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো **২৪.০৮.২০১৭ খ্রি. তারিখে অনুমোদন** করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চাকুরী প্রবিধানমালা চূড়ান্তকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পর্যবেক্ষণঃ চাকুরী প্রবিধানমালা চূড়ান্ত হলে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব হবে	দ্রুত চাকরী প্রবিধানমালা চূড়ান্ত করতে হবে	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও উপ-সচিব (প্রশাঃ-২), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৭।	আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের ৪০% মোংলা বন্দরে খালাস (১৫-০৩-২০১১ তারিখে বাগেরহাটে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি)।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের ৪০% মংলা বন্দরে এবং ৬০% চট্টগ্রাম বন্দরে খালাসের প্রতিশ্রুতি অব্যাহতভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পর্যবেক্ষণঃ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত এবং চলমান	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর

চলমান প্রতিশ্রুতির ক্রমিক নং-১, ২(৩), ২(৪), ৫ ও ৭ নিয়মিত পর্যবেক্ষণপূর্বক বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে। ৬নং প্রতিশ্রুতি তথা জনবল নিয়োগ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্তঃ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে চলমান কার্যক্রমসমূহ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও ত্বরান্বিত করতে হবে।

ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন (০৯.১১.২০১৪ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনা)।

ক্রমিক নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সব মৌসুমে খাদ্য উৎপাদন ভাল নাও হতে পারে। এ ধরনের বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আগে থেকেই পরিকল্পনা মাফিক পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ গড়ে তুলতে হবে।	প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্যান্য কারণে ফসলহানির আশংকাকে প্রাধান্য দিয়ে দেশের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় সারা বছরব্যাপী খাদ্য মজুদ করে থাকে। অভ্যন্তরীণ উৎস এবং বিদেশ থেকে আমদানির মাধ্যমে এ মজুদ গড়ে তোলা হয়। **পর্যবেক্ষণঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন অব্যাহত	পরিকল্পনা মাফিক পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ গড়ে তুলতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
২।	মাঠ পর্যায়ে সরকারের গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তামূলক ও আয়বর্ধক বিভিন্ন কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য যথাসময়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সামাজিক নিরাপত্তামূলক ও আয়বর্ধক বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- খাদ্যবান্ধব, ওএমএস, ভিজিডি, শিক্ষার জন্য খাদ্য, সম্প্রীতি ও উন্নয়ন কর্মসূচি ইত্যাদি খাতে বিতরণের জন্য খাদ্যশস্য যথাসময়ে পৌঁছানো এবং সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। **পর্যবেক্ষণঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন চলমান	সামাজিক নিরাপত্তামূলক ও আয়বর্ধক বিভিন্ন কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য যথাসময়ে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
৩।	মানুষের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে সুষম খাদ্য সংক্রান্ত তথ্য কণিকা মন্ত্রণালয় প্রচার করতে হবে এবং ভাত, মাছ-মাংস, শাক সবজি, ফলমূল ইত্যাদির তালিকা প্রণয়ন করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি খাদ্য মন্ত্রণালয়ও প্রচার করবে।	খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত NFPCSP প্রকল্পের সহায়তায় পরিচালিত গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ’৬-২৩ মাস বয়সী শিশুদের জন্য (১) ঘরে তৈরী উন্নত পরিপূরক খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী, (২) Food Composition Table for Bangladesh এবং (৩) ‘‘জাতীয় খাদ্য গ্রহণ নির্দেশিকা’ ’ প্রণয়নপূর্বক বহুল প্রচার করা হয়েছে, প্রকাশনাগুলো আরও প্রচারের ব্যবস্হা নেয়া হয়েছে। **পর্যবেক্ষণঃ** নির্দেশনা বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়ন চলমান	সুষম খাদ্য বিষয়ক তথ্য কণিকা প্রকাশ ও প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে	মহাপরিচালক, এফপিএমইউ

৪।	৭ম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সে অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। **পর্যবেক্ষণঃ** নির্দেশনা বাস্তবায়িত ও চলমান	পরিকল্পনা বাস্ত বায়ন অব্যাহত রাখতে হবে	সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৫।	বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত করার নীতিতে কাজ করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।	বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত করার জন্য নতুনভাবে জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির কর্মপরিকল্পনা এবং বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। **পর্যবেক্ষণঃ** নির্দেশনা বাস্তবায়িত ও চলমান	ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত করার নীতিতে কাজ করার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে।	মহাপরিচালক, এফপিএমউই
৬।	খাদ্যশস্য গুদাম জাত যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পোকা আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে।	ধান, চাল, গম যাতে কীটাক্রান্ত না হয় এ জন্য নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। গুদামজাত খাদ্যশস্য পোকা মাকড়ের আক্রমণ হতে রক্ষার জন্য কীটনাশক, জিপিশীট, আর্দ্রতামাপক যন্ত্র, ত্রিপল ইত্যাদি নিয়মিতভাবে সংগ্রহপূর্বক মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়। **পর্যবেক্ষণঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন অব্যাহত আছে।	খাদ্যশস্য গুদাম জাত যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পোকা আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
৭।	অপচয়, ক্ষতি, নষ্ট হওয়া থেকে খাদ্যশস্য রক্ষার জন্য পরির্দশন/তদার কি জোরদার করতে হবে।	খাদ্যশস্য অপচয়, ক্ষতি, নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষার জন্য মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিয়মিত মজুদ খাদ্যশস্য পরিদর্শন করে থাকেন। খাদ্যশস্যের গুণগতমান যাচাই, কীট নিয়ন্ত্রণ, তদারকি এবং মনিটরিং অব্যাহত আছে। **পর্যবেক্ষণঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন অব্যাহত আছে।	অপচয়, ক্ষতি, নষ্ট হওয়া থেকে খাদ্যশস্য রক্ষার জন্য পরির্দশন/তদার কি জোরদার করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর

৮।	আধুনিক মানসম্মত খাদ্য গুদাম নির্মাণ করতে হবে এবং এজন্য গৃহিত প্রকল্প গুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে।	মংলা বন্দরে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ ৫০,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কনক্রিট গ্রেইন সাইলো নির্মাণ প্রকল্পটির কার্যক্রম জুন ২০১৬ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পটি ২৭ অক্টোবর ২০১৬ খ্রি. তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন। পর্যবেক্ষণঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়িত	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়িত	-
		আধুনিক মানসম্মত খাদ্য গুদাম হিসেবে বগুড়ার সান্তাহারে ১টি মাল্টিস্টোরিড ওয়ার হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। **Multistoried Warehouse** এর কাজ ১০০% বাস্তবায়িত হওয়ায় ২৬.০২. ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **Warehouse**টি শুভ উদ্বোধন করেন। পর্যবেক্ষণঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়িত	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়িত	-

		দীর্ঘ মেয়াদ ও আধুনিক পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দেশের কৌশলগত ৮টি স্থানে ৫.৩৫ লাখ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ৬টি চালের জন্য এবং ২টি গমের জন্য মোট ৮টি আধুনিক সাইলো নির্মাণ করা হচ্ছে। **এ সকল নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৩৮%।** পর্যবেক্ষণঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নাধীন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে	প্রকল্প পরিচালক, Modern Food storage Facilities Profect
৯।	পোস্তগোলা ময়দার মিলের নির্মাণ কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করে ময়দা উৎপাদনে যেতে হবে।	দৈনিক ২০০ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারি আধুনিক ময়দার মিল এর নির্মাণ জুন, ২০১৫ সালে সমাপ্ত হয়েছে। মিলটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৮ অক্টোবর ২০১৫ খ্রি. ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে ময়দা মিলটিতে উৎপাদন কাজ চলছে। **পর্যবেক্ষণঃ** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়িত	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়িত	-

১০।	জনসাধারণের জন্য ভেজালমুক্ত খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে এবং ভেজাল রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা জোরদার করতে হবে।	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের Allocation of Business এর আওতাধীন নিরাপদ খাদ্য আইন' ২০১৩ গত ১ ফেব্রুয়ারি' ২০১৫ খ্রি. তারিখ কার্যকর করা হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, ৪ জন সদস্য, কর্তৃপক্ষের সচিব ও ৫ জন পরিচালককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। B F S A এর **জন্য ৩৭১ জনের জনবল কাঠামো ২৪.০৮.২০১৭ খ্রি. তারিখে অনুমোদন করা হয়েছে।** এছাড়া, আগামি ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস' উদযাপন অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। পর্যবেক্ষণঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নাধীন	ভেজালমুক্ত খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে এবং ভেজাল রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা জোরদার করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
১১।	খাদ্য সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রমে পাটের বস্তা ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে।	বর্তমানে খাদ্যশস্য সংগ্রহ মজুদকরণ ও বিলি-বিতরণে খাদ্য অধিদপ্তর ১০০% পাটের বস্তা ব্যবহার করছে। ভবিষ্যতেও এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। পর্যবেক্ষণঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অব্যাহতভাবে বাস্তব ায়ন করা হচ্ছে	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর

১২।	শ্রীলংকায় চাল রপ্তানির কার্যক্রম দ্রুত শেষ করতে হবে।	কৃষি বান্ধব সরকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি বিশেষতঃ দানাশস্য উৎপাদনে বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। সরকারি মজুদ সন্তোষজনক হওয়ায় ডিসেম্বর/ ২০১৪ এবং জানুয়ারি/ ২০১৫ মাসে ১২,৫০০ মেট্রিক টনের ২টি চালানে শ্রীলংকায় সরকার টু সরকার পর্যায়ে ২৫ হাজার মেট্রিক টন চাল রপ্তানি করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়িত	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়িত	-

মোঃ কায়কোবাদ হোসেন
সচিব

স্মারক নম্বর: ১৩.০০.০০০০.০২৪.৩৩.০০৪.১৭.৫৪

তারিখ: ১৪ পৌষ ১৪২৪
২৮ ডিসেম্বর ২০১৭

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর
২) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৩) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৪) অতিরিক্ত সচিব , সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৫) যুগ্ম সচিব, সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৬) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়
৭) পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
৮) পরিচালক, পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
৯) পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর
১০) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, খাদ্য মন্ত্রণালয় (২৭.১২.২০১৭ খ্রি. তারিখের কার্যবিবরণীটি আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১) চেয়ারম্যান,বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ,৭১-৭২,ইস্কাটন গার্ডেন রোড,ঢাকা।

মোঃ কায়কোবাদ হোসেন
সচিব